দৈনিক ইত্তেফাক

DEC. 22 2001

তারিখ ...

শিক্ষা ঃ জাতির মেরুদণ্ড ক্রমশই ভেঙ্গে পড়ছে, উহাকে জোড়া লাগানো ও মজবুত করা একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে?

ডঃ রইসউদ্দিন আহমেদ

ছাত্রদেরকে জাতীয় রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত করার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয় তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খান এন এস এফ (National Student Federation) প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে। ঐ ছাত্র সংগঠনটির নেতা ও কিছু কর্মীর দ্বারা সংঘটিত জঘন্য কর্মকান্ড তৎকালীন শিক্ষাক্ষেত্রে ঘৃণ্যতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। '৭০-এর দশকের শেষের দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলের সাইদুর রহমান (পাঁচ পাত্তু) ও ঢাকা হলের (বর্তমানে শহীদুল্লাহ হল) খোকার নারকীয় কর্মকান্ড দেশের শিক্ষা জগতের ইতিহাসে কাল অধ্যায় রচিত করে আছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতাপূর্ব সময়ে আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন হিসেবে ছাত্রলীগ বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে খুবই সক্রিয় ভূমিকা রেখে আসছিল। সেটা ছিল স্বাধীনতা-উত্তর বর্তমান বাংলাদেশের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষাপট। সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালী জনতা তখন স্বাধিকার আন্দোলনে নিয়োজিত। ১৯৭১-এ ছাত্রলীগের বহু কর্মীই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে, অনেকে শহীদ হয়েছে। কিন্তু দেশ স্বাধীন হয়ে যাওয়ার পর পরই মুক্তিযোদ্ধা-ছাত্র-জনতা মিলে দেশ গড়ায় আত্মনিয়োগ করাটাই হতো যথোপযুক্ত পদক্ষেপ। কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী লীগ এদেরকে সুশৃঙ্খল, সঙ্ঘবদ্ধ ও সঠিকভাবে কাজে লাগাতে সুপরিকল্পিত কার্যক্রম হাতে নিতে পারেনি। জাতির জনক শেখ মুজিবকে এ ব্যাপারে সঠিক উপদেশ (advice) দেয়ার জন্য দক্ষ, অভিজ্ঞ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন উপদেষ্টারও অভাব ছিল বলে আমার ব্যক্তিগত ধারণা। আর এটা ছিল আওয়ামী লীগের একটা বড় রকমের ভুল। যাহোক, আমাদের সকলের অনুধাবন করতে হবে যে, স্বাধীনতা-পূর্ব ও স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের রয়েছে দুই ভিন্ন প্রেক্ষাপট। আন্দোলন ও যুদ্ধ করে দেশের স্বাধীনতা অর্জন যতটুকু কঠিন কাজ তার চেয়ে অনেকগুণ বেশী কঠিন কাজ হচ্ছে দেশকে গড়ে তোলা এবং অর্থনীতি ও অন্য সবদিক থেকে শক্তিশালী রাষ্ট্রে হিসেবে পরিণত করা।

দেশ গড়ার কারিগর তৈরী হয় মূলতঃ শিক্ষাঙ্গনে। আর সে জন্যই শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করে শান্ত সুন্দর শৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবেশ তৈরী করা হচ্ছে এক নম্বর জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যার ফলে আমাদের ছেলে-মেয়েরা গভীর মনোযোগের সাথে পড়াশুনা করতে পারবে, জ্ঞান ও বিদ্যা অর্জন করতে পারবে। বিশ্বের বহু দেশে বহু কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় বিশ বছর [illegible]র আমার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ থেকে মনে হয় আমাদের ছেলে-মেয়েরা অত্যধিক মেধাসম্পন্ন। আন্তর্জাতিকভাবে তুলনা করলে মেধার দিক [illegible]ক এরা প্রথম কাতারেই পড়ে। কিন্তু [illegible]রণতঃ সুষ্ঠ পরিবেশ, যথোপযুক্ত সুযোগ-[illegible] লেখা বিকশিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে না। এদের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ তৈরী করা আমাদের জাতীয় দায়িত্ব। আমাদের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত তরুণ-তরুণীরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ, বেড়ে উঠা-গড়ে উঠার তাগিদে প্রাণচঞ্চল, উৎসাহ-উদ্দীপনায় দীপ্ত। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের সাথে জড়িত করার মাধ্যমে এদেরকে জাতীয় রাজনৈতিক দলের কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত করার প্রচেষ্টা বর্তমান বাংলাদেশে একটা বড় রকমের অপরাধ– সে যে দল বা গোষ্ঠীই তা করুক না কেন! বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের শিক্ষাঙ্গনগুলোর আলোকে তাকালেই এ সত্যটা অতি স্পষ্ট হয়ে উঠে। আমাদের তরুণ-তরুণীদেরকে Full-time student হিসেবে পড়াশুনা করতে দিতে হবে সন্ত্রাসমুক্ত শান্তিপূর্ণ পরিবেশে। এহেন অবস্থায় পড়াশুনা করতে পারলে ওরা বাইশ বছর বয়সের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়াও শেষ করতে পারবে। তারপর যে যার ইচ্ছা ও অভিরুচি অনুযায়ী যতখুশি রাজনৈতিক কর্মকান্ড করতে পারবে। বর্তমানে বাংলাদেশে মানুষের গড় life expectency হচ্ছে ৬০ বছর। কাজেই ছাত্রজীবনে full-time লেখাপড়া শেষ করে পরে কর্মজীবনে ইচ্ছা থাকলে ও দরকার মনে করলে তাদের full-time রাজনীতি করার সময়ের অভাব হবে না।

বিগত সময়ে জাতীয় পার্টির শাসনামলে জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ এককভাবেই শিক্ষাঙ্গনে নিজ দলের সমর্থক ছাত্র-ছাত্রীদের জাতীয় রাজনৈতিক কর্মকান্ড থেকে বিরত রাখার প্রয়াস ও প্রচেষ্টা দেখিয়েছেন। সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে ও পরে আওয়ামী লীগ প্রেসিডেন্ট শেখ হাসিনা শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত রেখে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে কাগজ-কলম তুলে দেয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া চার দলীয় ঐক্যজোটের পক্ষ থেকে শুধু শিক্ষাঙ্গনই নয়, বরং সারা দেশ থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করবেন বলে জাতির কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছেন। নির্বাচনে জয়লাভ করে সরকার গঠন করার পর শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে নিজ দলের অঙ্গসংগঠন [illegible] উপরোক্ত তিন ব্যক্তিরই তাঁদের উক্তি ও কা[illegible] মাধ্যমে দেশপ্রেম ব্যক্ত হয়েছে। এ সবই হ[illegible] সঠিক দিকে সঠিক পদক্ষেপ। কিন্তু তাতে[illegible] শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির প[illegible] তেমন কার্যকরী কোন ফল ধরেনি। প্রতি[illegible] রাজনৈতিক দলই নিজ নিজ অঙ্গ ছাত্রদলস[illegible] তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতার ভারসাম্যতা (political power balance) ধরে রেখে[illegible] এবং কেউই তার নিজস্ব দলীয় ক্ষমতা[illegible] ভারসাম্যতা নষ্ট করবে না। তাই বাস্তবতা[illegible] আলোকে দেখলে যেকোন রাজনৈতিক দল [illegible] জোটের পক্ষে এককভাবে উপরোক্ত সমস্যা[illegible] সমাধান করা সম্ভব নয়। কারণ এটা একট[illegible] বিরাট ও জটিল সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যা [illegible] সুতরাং এ সমস্যার সমাধান করতে সকলকে[illegible] একযোগে এগিয়ে আসতে হবে। এ সমস্যার সমাধানে কোন ব্যক্তি বা দলকে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে, ডাক দিতে হবে অন্যান্য দল ও সবাইকে।

সন্ত্রাসমুক্ত, শান্তি-শৃঙ্খলাপূর্ণ শিক্ষার পরিবেশ প্রত্যাশা করা ও পাওয়া আমাদের ছেলেমেয়েদের মৌলিক নাগরিক অধিকার। আর এ অধিকার নিশ্চিত করার প্রথম জাতীয় গুরুদায়িত্ব সরকারের উপর ন্যস্ত। আর কাল বিলম্ব না করে সরকারের উচিত "শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস দূরীকরণ" বিষয়ের উপর একটা জাতীয় সেমিনারের আয়োজন করা এবং সকল রাজনৈতিক দল ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে আমন্ত্রণ জানানো-এ সেমিনারে অংশগ্রহণ করে নিজস্ব মতামত ও ধ্যান-ধারণা প্রদান করার জন্য। আর সকলের মতামত ও ধ্যান-ধারণার আলোকে সমস্যাটিকে বিচার-বিশ্লেষণ করে তা সমাধা করার লক্ষ্যে বাস্তববাদী পরিকল্পনা গ্রহণ ও নির্দিষ্ট সময়সূচীর মধ্যে পর্যায়ক্রমে (phase by phase) তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ সমস্যা দূরীভূত করতে হবে। আর সবারই উচিত হবে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে সরকারের এ ডাকে সাড়া দিয়ে নৈতিক সমর্থন দেয়া ও কার্যকর ভূমিকা রাখা। তা না হলে কারো জন্যই দেশপ্রেমের বড় বড় বুলি আউড়িয়ে জোরাল ভাষায় বক্তৃতা দেয়ার কোন অর্থ থাকবে না।

উল্লেখিত মহা জাতীয় সমস্যাটির সমাধানকল্পে দৃঢ়প্রত্যয়ের সাথে বলিষ্ঠ ও কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পুরো জাতি আজ এ সমস্যার সমাধান দেখার জন্য ক্ষুধার্থ। তাই সকলের কাছে আমার সবিনয় জিজ্ঞাসা–আমরা কি পারি না ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে জাতীয় স্বার্থকে স্থান দিতে? আমরা কি পারি এমন একটা জটিল জাতীয় সমস্যার আবর্তে পুরো জাতি বছরের পর বছর ধরে ঘূরপাক খেতে থাকুক তা নীরব দর্শকের মত অবলোকন করে যেতে? শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড যা ক্রমশঃই ভেঙ্গে পড়ছে [illegible] সেটাকে শক্ত করে শক্তিশালী বাংলাদেশ গ[illegible] লক্ষ্যে আমরা কি পারি না আমাদের ছে[illegible] মেয়েদের সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন উপহার দি[illegible] তাদেরকে শান্তি ও শৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবেশে জ্ঞা[illegible] বিদ্যা আহরণের সুযোগ দিতে? তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন কাম[illegible] করতে? (সমাপ্ত)

[লেখকঃ প্রাক্তন শিক্ষাবিদ, অস্ট্রেলিয়া ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ক্যানবেরা এব[illegible] বর্তমানে চেয়ারম্যান অস্ট্রেলিয়া [illegible]

সন্ত্রাসমুক্ত, শান্তি-শৃঙ্খলাপূর্ণ শিক্ষার পরিবেশ প্রত্যাশা করা ও পাওয়া আমাদের ছেলেমেয়েদের মৌলিক নাগরিক অধিকার। আর এ অধিকার নিশ্চিত করার প্রথম জাতীয় গুরুদায়িত্ব সরকারের উপর ন্যস্ত। আর কাল বিলম্ব না করে সরকারের উচিত "শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস দূরীকরণ" বিষয়ের উপর একটা জাতীয় সেমিনারের আয়োজন করা এবং সকল রাজনৈতিক দল ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে আমন্ত্রণ জানানো-এ সেমিনারে অংশগ্রহণ করে নিজস্ব মতামত ও ধ্যান-ধারণা প্রদান করার জন্য। আর সকলের মতামত ও ধ্যান-ধারণার আলোকে সমস্যাটিকে বিচার-বিশ্লেষণ করে তা সমাধা করার লক্ষ্যে বাস্তববাদী পরিকল্পনা গ্রহণ ও নির্দিষ্ট সময়সূচীর মধ্যে পর্যায়ক্রমে (phase by phase) তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ সমস্যা দূরীভূত করতে হবে। আর সবারই উচিত হবে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে সরকারের এ ডাকে সাড়া দিয়ে নৈতিক সমর্থন দেয়া ও কার্যকর ভূমিকা রাখা।